DAWAT-E-ISLAMI

রিসালা নং: ৯৩৭

ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ৩০টি ঘটনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!
(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"
(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফ লিখার বরকত	৩	তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন	২১
শুকনো গাছে তাজা খেজুর	৪	দশ হাজার দিরহাম দিয়ে ধন্য করলেন	২২
জন্মের পূর্বে সুসংবাদ	৫	হাজীর প্রতি দয়া প্রদর্শনকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়	২২
সৌভাগ্যমণ্ডিত জন্ম এবং নাম ও উপাধী	৬		
প্রিয় নবী'র সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়ব	৬	অতিথিপরায়ণ বৃদ্ধা	২৪
এমন সন্তান কোন মা'ই জন্ম দেয়নি!	৭	সবকিছু দান করে দিলেন	২৬
প্রিয় নবী'র স্নেহ মারহাবা! মারহাবা!	৭	কুরআন তিলাওয়াতের প্রবল আগ্রহ	২৬
প্রিয় নবী'র কাঁধ মোবারকে অরোহনকারী	৮	ইমাম হাসানের কর্মপদ্ধতি	২৭
আবু হুরায়রা দেখতেই কেঁদে দিতেন	৮	মদীনা থেকে মক্কা ২০বার পায়ে হেঁটে সফর	২৮
হে আমার সর্দার!	৯		
সে আমার ফুল	১০	গোলাম মুক্ত করে দিলেন	২৮
আমার এই সন্তান হলো, 'সর্দার'	১১	যদি এক কানে গালি এবং অপর...	২৯
ইমাম হাসান মুজতাবার খেলাফত	১২	নামাযের সময় রং পরিবর্তন হয়ে যেতো	২৯
ইমাম হাসান মুজতাবার খুতবা	১৩	কুকুরের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী অসাধারণ গোলাম	৩০
দুনিয়াবী লজ্জা আখিরাতের আযাব থেকে উত্তম	১৩		
		ইমাম হাসান মুজতাবার স্বপ্ন	৩১
সর্বপ্রথম গাউছে আযম	১৪	এমন সৃষ্টি আগে কখনোই দেখিনি	৩২
খেলাফতে রাশেদা	১৫	শাহাদতের কারণ	৩৩
হে আল্লাহ্! আমি তাঁকে ভালবাসি	১৫	ওফাত	৩৩
পুত্র সন্তানের জন্ম	১৬	জানাযার নামায	৩৩
সুরমা এবং সুগন্ধি দ্বারা আতিথিয়তা	১৭	জানাযায় মানুষের ভিড়	৩৪
শৈশবে হাদীস শুনে মুখস্থ করে নিলেন	১৮	ইমাম হাসান'র সন্তান-সন্ততি	৩৪
সন্তানদেরকে উত্তম আদব শিখান	২০	ইয়া হাসান ইবনে আলী! করদো করম	৩৬
তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে	২০	তথ্যসূত্র	৩৭

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ৩০টি ঘটনা

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও এই রিসালাটি পাঠ করে নিন, إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অশেষ জ্ঞানের পাশাপাশি হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ভালবাসা অন্তরে ঢেউ খেলতে থাকবে।

দরূদ শরীফ লিখার বরকত

হযরত সায়্যিদুনা আবুল আব্বাস উকলীশি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে জান্নাতে দেখলো। জিজ্ঞাসা করলো: আপনি এই মর্যাদা কিভাবে অর্জন করেছেন? উত্তর দিলেন: আমার কিতাব **"আল আরবাঈন"** এ অধিকহারে দরূদ শরীফ লিখার কারণে।

(আল কওলুল বদী, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

(১) শুকনো গাছে তাজা খেজুর

আরীফ বিল্লাহ্, হযরত সায়্যিদুনা নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সফরকালে খেজুরের বাগান দিয়ে গমন করেন, যেখানকার সব গাছ শুকিয়ে গিয়েছিলো, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ও এই সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এই বাগানে অবস্থান করলেন। খাদিমগণ একটি শুকনো গাছের নিচে আরাম করার জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا আরয করলেন: হে **রাসূলের** নাতি! আহ! যদি এই শুকনো গাছে তাজা খেজুর থাকতো! তবে আমরা পেট ভরে খেতে পারতাম। একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিম্নস্বরে কোন দোয়া পাঠ করলেন, যার বরকতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই শুষ্ক গাছ সবুজ ও সতেজ হয়ে গেলো এবং এতে তাজা পাকা খেজুর এসে যায়। এই দৃশ্য দেখে একজন উট চালনাকারী ব্যক্তি বলতে লাগলো: এসব যাদুর কারিশমা। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا তাকে ধমক দিয়ে বললেন: তাওবা করো, এসব যাদু নয় বরং **রাসূলের** নাতির মকবুল দোয়ার ফসল। অতঃপর লোকেরা গাছ থেকে খেজুর ছিড়লো এবং কাফেলার সদস্যরা পেট ভর্তি করে খেলো। (শাওয়াহিদুন নবুয়ত, ২২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

রাকিবে দোশে শাহানশাহে উমাম,
ইয়া হাসান ইবনে আলী! করদো করম।
ফাতেমা কে লাল হায়দার কে পেচর,
আপনি উলফত দো মুঝে দো আপনা গম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) জন্মের পূর্বে সুসংবাদ

রাসূলে আকরাম, নুরে মুজাসসাম, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চাচীজান হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে ফযল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! (আমি স্বপ্নে দেখলাম) আপনার মোবারক শরীরের অংশ আমার ঘরে এসেছে।" একথা শুনতেই **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছো, ফাতেমার ঘরে পুত্র সন্তানের জন্ম হবে এবং তুমি তাকে দুধ পান করাবে।" যখন হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘরে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর জন্ম হলো, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে ফযল رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দুধ পান করালেন।

(আয যুবরীয়াতুত তাহেরাতু লিদ দাওলাবী, ৭২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

সৌভাগ্যমণ্ডিত জন্ম এবং নাম ও উপাধী

ইমামে আলী মকাম, ইমামে হুমাম, ইমামে আরশে মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সৌভাগ্যমণ্ডিত জন্ম ১৫ই রমযানুল মোবারক ৩য় হিজরীতে হয়েছিলো। (আত তাবকাতুল কবীর লিইবনে সাআদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা) তাঁর নাম মোবারক হলো: হাসান, উপনাম: আবু মুহাম্মদ আর উপাধী হলো: তকী, সৈয়্যদ, সিবতে রাসূল এবং সিবতে আকবর, তাঁকে রায়হানাতুর **রাসুল** (অর্থাৎ **রাসূলুল্লাহ্**র ফুল)ও বলা হয়।

কিয়া বাত রযা উচ চমনিস্তানে করম কি,
যাহরা হে কলী জিচ মে হোসাইন অউর হাসান ফুল।
(হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়ব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: (ইমাম) হাসান (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এর চেয়ে বেশি **রাসূলে করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে (ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর চেয়ে বেশি) সাদৃশ্যপূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন কোন ব্যক্তি ছিলো না।
(বুখারী, ২য় খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৫২)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

এমন সন্তান কোন মা'ই জন্ম দেয়নি!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মতো **রাসূলের** নাতি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে খুবই ভালবাসতেন। একদা হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: "**আল্লাহ্**র শপথ! মহিলাগণ হাসান বিন আলী (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) এর মতো কোন সন্তান জন্ম দেয়নি।" **(সবলুল হুদা, ১১তম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় নবী ﷺ এর স্নেহ মারহাবা! মারহাবা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর প্রতি খুবই ভালবাসা ছিলো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে কখনো কোল মোবারকে উঠাতেন আবার কখনো কাঁধ মোবারকে উঠিয়ে হুজরা শরীফ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, কখনো তাঁকে দেখতে এবং আদর করতে সৈয়্যদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ ও **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি খুবই অন্তরঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন যে, কখনো কখনো নামাযে রত অবস্থায় পিঠ মোবারকে উঠে যেতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

(৩) প্রিয় নবী ﷺ এর কাঁধ মোবারকে আরোহনকারী

একদা **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে কাঁধ মোবারকে উঠালেন, তখন এক ব্যক্তি আরয করলেন: "نِعْمَ الْمَرْكَبُ رَكِبْتَ يَا غُلَامُ" অর্থাৎ সাহেবজাদা! আপনার বাহন তো খুবই উত্তম।" **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ" অর্থাৎ আরোহীও কতই না উত্তম!" **(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮০৯)**

ওহ হাসান মুজতাবা, সায়্যিদুল আসখিয়া,
রাকিবে দোশে ইযযত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৪) আবু হুরায়রা দেখতেই কেঁদে দিতেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি যখন (ইমাম) হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে দেখতাম, তখন আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যেতো আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদিন বাইরে তাশরীফ নিয়ে এলে আমাকে মসজিদে দেখলেন, আমার হাত ধরলেন, আমি সাথে চলতে লাগলাম, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার সাথে কোন কথা বললেন না,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

এমনকি আমরা বনু কায়নুকার বাজারে প্রবেশ করলাম অতঃপর আমরা সেখান থেকে ফিরে আসলাম তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ছোট বাচ্চা কোথায়, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো!" হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি দেখলাম (ইমাম) হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ আসলেন আর **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোল মোবারকে বসে গেলেন। **সুলতানে দো'জাহান, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জিহ্বা মোবারক তাঁর মুখে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং তিনবার ইরশাদ করলেন: "**হে আল্লাহ্**! আমি তাঁকে ভালবাসি, তুমিও তাঁকে ভালবাসো আর যে তাঁকে ভালবাসে, তুমিও তাকে ভালবাসো।"

(আল আদাবুল মুফরাদ, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৮৩)

ফাতেমা কে লাল হায়দার কে পেচর!
আপনি উলফত দো মুঝে দো আপনা গম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৫) হে আমার সর্দার!

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ মাকবুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমরা হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সাথে ছিলাম, হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও সেখানে আসলেন এবং আমাদেরকে সালাম দিলেন,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

আমরা সালামের উত্তর দিলাম কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সালাম দেওয়ার ব্যাপারে বুঝতে পারলেন না। আমি আরয করলাম: হে আবু হুরায়রা! (হযরত ইমাম) হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আমাদেরকে সালাম দিয়েছেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তৎক্ষণাৎ (হযরত ইমাম) হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন: "وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا سَيِّدِی! অর্থাৎ হে আমার সর্দার! আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।" আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, নিঃসন্দেহে হাসান হলো; "সৈয়্যদ" (অর্থাৎ সর্দার)।

(আল মুস্তাদরাক, ৪র্থ খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮৪৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৬) সে আমার ফুল

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের নামায পড়াচ্ছিলেন, এমনসময় (হযরত ইমাম) হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আসলেন তখন তিনি ছোট ছিলেন। যখনই **রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদায় যেতেন তখন (হযরত ইমাম) হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঘাঁড় মোবারক ও পিঠ মোবারকে বসে যেতেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই ধীরে ধীরে নিজের মাথা মোবারক সিজদা থেকে উঠাতেন এবং তাঁকে স্নেহ সহকারে নামাতেন। যখন নামায সম্পন্ন হলো তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই বাচ্চার প্রতি আপনি এমন আচরণ করছেন যে, আর কারো সাথে এরূপ আচরণ করেন না? (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন: "সে হলো দুনিয়ায় আমার ফুল।" (মুসনাদে বাজ্জার, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১১, হাদীস: ৩৬৫৭)

উন দো কা সদকা জিন কো কাহা মেরে ফুল হে,
কিজিয়ে রযা কো হাশর মে খান্দাঁ মিসালে গুল।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) আমার এই সন্তান হলো, 'সর্দার'

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমি দেখলাম যে, **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিম্বরে উপবিষ্ট আছেন এবং (ইমাম) হাসান বিন আলী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) তাঁর পাশেই রয়েছেন। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো মানুষের দিকে মনোযোগী হচ্ছিলেন আর কখনো (ইমাম) হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর দিকে তাকাচ্ছিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমার এই সন্তান হলো 'সৈয়্যদ' (অর্থাৎ সর্দার),

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবেন।" (বুখারী, ২য় খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৭০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) ইমাম হাসান মুজতাবার খেলাফত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর শাহাদতের পর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ খেলাফতের মসনদে সমাসীন হলে কুফাবাসীরা তাঁর মোবারক হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন, অতঃপর কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে খেলাফতের দায়ভার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে সমর্পন করে দেন। হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ সকল শর্ত মেনে নেন এবং পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যায়। এভাবেই **হুযুর, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মুজিযা প্রকাশ পেলো, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছিলেন যে, "**আল্লাহ্ তায়ালা** আমার এই সন্তানের মাধ্যমে মুসলমানের দু'টি বড় দলের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দেবেন।" (সাওয়ানেহে কারবালা, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

(৯) ইমাম হাসান মুজতাবার খুতবা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বাইয়াত গ্রহণ করে নেন এবং খেলাফতের দায়ভার তাঁকে সমর্পন করে দেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কুফায় আসার পূর্বেই তিনি (ইমাম হাসান) رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ মানুষের মাঝে খুতবা দিতে গিয়ে বলেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় আমি তোমাদের মেহমান এবং তোমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইত, যাদের মধ্য থেকে **আল্লাহ্ তায়ালা** সকল প্রকার নাপাকী দূর করে দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে পুতঃপবিত্র করেছেন।" এই বাক্য তিনি বারবার পূনরাবৃত্তি করেন এমনকি উপস্থিত সকল লোকেরাই কান্না করতে লাগলো আর তাঁদের কান্নার আওয়াজ অনেক দূর থেকে শুনা যাচ্ছিলো। (বারাকাতে আলে রাসূল, ১৩৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১০) দুনিয়াবী লজ্জা আখিরাতের আযাব থেকে উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ যখন খেলাফত থেকে অব্যহতি নিলেন তখন অনেক নির্বোধ লোক তাঁকে يَا عَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ (অর্থাৎ হে মুসলমানদের জন্য লজ্জার কারণ)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

বলে সম্বোধন করতো, এতে তিনি (ইমাম হাসান) رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলতেন: "লজ্জা, আগুন থেকে (অর্থাৎ দুনিয়ার এই লজ্জা, আখিরাতের আযাব থেকে) উত্তম।" **(আল ইস্তিয়াব, ১ম খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সর্বপ্রথম গাউছে আযম

ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিনয়ের প্রতি লাখো মোবারকবাদ! খেলাফত ছাড়ার বিনিময়ে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাঁকে গাউছে আযমের মর্যাদা দান করেছেন। যেমনিভাবে- **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ২৮তম খন্ডের ৩৯২ পৃষ্ঠায় আল্লামা আলী ক্বারী হানাফী মক্কী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ রয়েছে: "নিশ্চয় আমি বুযুর্গদের কাছ থেকে জেনেছি যে, সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখন ফিতনা ও বিপদের আশংকায় (অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে ফিতনা দূর করার উদ্দেশ্যে) এই খেলাফত ছেড়ে দিলেন, **আল্লাহ্ তায়ালা** এর বিনিময়ে তাঁকে এবং তাঁর পবিত্র বংশে গাউছে আযমের মর্যাদা প্রদান করেন। সর্বপ্রথম গাউছে আযম স্বয়ং হুযুর সায়্যিদুনা ইমাম হাসান হন এবং মধ্যখানে শুধুমাত্র হুযুর সায়্যিদুনা আব্দুল কাদের জিলানী আর শেষে হযরত ইমাম মাহদীই হবেন।" رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৮তম খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

খেলাফতে রাশেদা

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর সত্যনিষ্ট খলিফা ও সার্বজনীন ইমাম হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক, অতঃপর হযরত ওমর ফারুক, অতঃপর হযরত ওসমান গণী, অতঃপর হযরত মওলা আলী, অতঃপর ছয় মাসের জন্য হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ খলিফা হন, এ সকল বুযুর্গদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা বলা হয়। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)**

(১১) হে আল্লাহ্! আমি তাঁকে ভালবাসি

হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমি দেখলাম যে, **মদীনার তাজেদার, নবীদের সর্দার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (ইমাম) হাসান বিন আলী (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا) কে কাঁধে উঠিয়ে রেখেছেন আর **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে আরয করছেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** আমি তাঁকে ভালবাসি, তুমিও তাঁকে ভালবাসো।"

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮০৮)

ইয়া হাসান! আপনি মুহাব্বত দিজিয়ে,
ইশক মে আপনে হামে গুম কিজিয়ে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

(১২) পুত্র সন্তানের জন্ম

আরীফ বিল্লাহ্, হযরত সায়্যিদুনা নূরুদ্দীন আব্দুর রহমান জামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ (ইন্তিকাল: ৯৮৯ হিজরী) উদ্ধৃত করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ হজ্বের সময় মক্কা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পায়ে হেঁটে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে পা মোবারক ফুলে গিয়েছিলো, গোলাম আরয করলো: জনাব! কোন বাহনে আরোহন করে নিন, যেন পায়ের ফোলা কমে যায়, ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ গোলামের আবেদন গ্রহণ করলেন না এবং বললেন: যখন নিজের গন্তব্যে পৌঁছবে তখন সেখানে তোমার এক হাবশীর সাথে সাক্ষাৎ হবে, তার কাছে তেল থাকবে, তুমি তার কাছ থেকে সেই তেল কিনে নিও। তাঁর গোলাম বললো: আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান! আমি কোথাও এমন কোন লোক দেখিনি যার কাছে এমন ঔষধ রয়েছে। সেখানে কিভাবে পাবো? যখন সে নিজের গন্তব্যে পৌঁছলো, তখন সেই হাবশীকে দেখলো। ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: এই সেই হাবশী যার সম্পর্কে আমি তোমাকে বলেছিলাম, যাও তার কাছ থেকে তেল কিনে নাও এবং মূল্য পরিশোধ করো। গোলাম যখন তেল কেনার জন্য হাবশীর কাছে গেলো এবং তেল চাইলো তখন হাবশী বললো: কার জন্য কিনছো? গোলাম বললো: ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর জন্য।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

হাবশী বললো: আমাকে ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর কাছে নিয়ে চলো, আমি তার গোলাম। যখন হাবশী হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর কাছে আসলো তখন আরয করলো: হুযুর! আমি আপনার গোলাম, আপনার কাছ থেকে তেলের মূল্য নিবো না, আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় লিপ্ত রয়েছে, দোয়া করুন যেন **আল্লাহ্ তায়ালা** নিরাপত্তা সহকারে সন্তান দান করে। হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বললেন: "ঘরে যাও। **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাকে তেমনি সন্তান দান করবেন, যেমনটি তুমি চাও এবং সে আমার অনুসারীই থাকবে।" হাবশী ঘরে পৌঁছে ঘরের অবস্থা তেমনি পেলো, যেমনটি সে ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর কাছ থেকে শুনেছিলো। **(শাওয়াহেদুন নবুয়ত, ২২৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১৩) সুরমা এবং সুগন্ধি দ্বারা আতিথিয়তা

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বিবাহের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার জন্য (হযরত সায়্যিদুনা ইমাম) হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কে বার্তা প্রেরণ করেন। যখন ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাশরীফ নিয়ে এলেন তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের সাথে সিংহাসনে বসালেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

আমি রোযা রেখেছি, যদি আমি এই বিষয়ে পূর্বে জানতাম যে, দাওয়াত করবেন তবে আমি (নফল) রোযা রাখতাম না। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আপনি চাইলে আপনার জন্য তেমনই আয়োজন করা হবে, যা একজন রোযাদারের জন্য করা হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জিজ্ঞাসা করলেন: রোযাদারের জন্য কি আয়োজন করা হয়? বললেন: "তা হলো, রোযাদারকে সুরমা ও সুগন্ধি লাগানো হয়।" অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গণী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সুরমা ও সুগন্ধি আনালেন আর তাঁকে (ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ) এই দু'টি (বস্তু) লাগানো হলো। **(তারীখে মদীনা মুনাওয়ারা, ৩য় অধ্যায়, ৯৮৪ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এই কাহিনী থেকে আমরা এই মাদানী ফুল অর্জন করলাম যে, যদি মুসলমান পূর্বেই খাবারের দাওয়াত দেয় তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার মন খুশি করার জন্য নফল রোযা না রাখা উচিত।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১৪) শৈশবে হাদীস শুনে মুখস্থ করে নিলেন

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা আবুল হাওরা رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا কে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

কাছ থেকে শুনা কোন হাদীস স্মরণ আছে? বললেন: এই হাদীস শরীফটি স্মরণ আছে যে, (শৈশবে) একবার আমি সদকার (অর্থাৎ যাকাতের) খেজুর থেকে একটি খেজুর উঠিয়ে মুখে দিয়ে দিলে **নানাজান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মুখ থেকে সেই খেজুর বের করে নিলেন এবং সদকার খেজুরের মধ্যে পুনরায় রেখে দিলেন। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি একটি খেজুর তিনি খেয়ে নেন তবে এমন কি সমস্যা? **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযু পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "اِنَّا اٰلُ مُحَمَّدٍ لَاتَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ অর্থাৎ আমরা আলে মুহাম্মদের (তথা আমার বংশধরদের) জন্য সদকার সম্পদ (জিনিস) হালাল নয়।" **(আসাদুল গাবা, ২য় খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মিরআত ৩য় খন্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: "নিজের অবুঝ সন্তানকেও অবৈধ কাজ করতে দিবেন না। এই দেখুন! হযরত হাসান (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) সেই সময় খুবই ছোট্ট ছিলেন, কিন্তু **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকেও যাকাতের শুকনো খেজুর খেতে দেন না।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দু'জাহানের তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের প্রিয় নাতি সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে কিরূপ উত্তম প্রশিক্ষণ দিলেন!

www.dawateislami.net

এই বর্ণনায় আমাদের জন্য এই মাদানী ফুল রয়েছে যে, সন্তানের প্রশিক্ষণ প্রাথমিক বয়সেই করা উচিৎ। সাধারণত দেখা যায় যে, পিতামাতা সন্তানের শিক্ষার সঠিক হক আদায় করে না এবং শিশুকালে ভাল মন্দের পার্থক্য শেখায় না আর যখন সেই সন্তান বড় হয়ে যায়, তখন এমন পিতামাতা নিজের সন্তানদের অবাধ্যতার কারণে কাঁদতে দেখা যায়। পিতামাতার উচিৎ, শৈশবেই নিজের সন্তানের প্রশিক্ষণ, শরীয়াত ও সুন্নাত মোতাবেক করা। শিশু মনে করে তাকে ছেড়ে দেবেন না এবং এরূপ বলে তাদের প্রশিক্ষণের প্রতি উদাসীন থাকা যে, এখনো তো শিশু, যখন বড় হবে নিজে নিজেই বুঝে নিবে।

সন্তানদেরকে উত্তম আদব শিখান

সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ সম্পর্কে **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হলো: "নিজের সন্তানের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তাদের উত্তম আদব শেখাও।"

(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬৭১)

তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا এক ব্যক্তিকে বললেন: নিজের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণ দাও।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

কেননা, তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা তাদেরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছো এবং তোমরা তাকে কি শিখিয়েছো?

(শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৬৬২)

খু'মিটে বেকার বাতোঁ কি, রহে,
লব পে যিকরুল্লাহ্ মেরে দম বদম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর খেদমতে একজন ভিক্ষুক উপস্থিত হয়ে লিখিত আবেদন করলো। ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ (আবেদনপত্র) না পড়েই বললেন: তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়া হবে। আরয করা হলো: হে রাসূলের নাতি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ! আপনি তার আবেদনপত্র পড়েই যদি উত্তর দিতেন। বললেন: যতক্ষণ আমি তার আবেদনপত্র পড়বো ততক্ষণ সে আমার সামনে লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি ভিক্ষুককে এতক্ষণ পর্যন্ত কেন দাঁড় করিয়ে রেখেছো, কেন অপমান করেছো? তখন আমি কি জবাব দিবো?

(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

(১৬) দশ হাজার দিরহাম দিয়ে ধন্য করলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পাশে বসে একদা এক ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে দশ হাজার দিরহামের প্রার্থনা করছিলো, যখনই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই অভাবীর দোয়া শুনলেন, তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেই ব্যক্তির জন্য দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

(ইবনে আসাকির, ১৩তম খন্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা)

মেরা দিল করতা হে মে ভি হজ্ব করোঁ,
হো আতা যাদে সফর চশমে করম!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১৭) হাজীর প্রতি দয়া প্রদর্শনকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হারুন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: একবার আমরা হজ্ব করার উদ্দেশ্যে বের হলাম, যখন মদীনা শরীফ زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا পৌঁছলাম, তখন (হযরত সায়্যিদুনা ইমাম) হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর যিয়ারতের জন্যও উপস্থিত হলাম, সালাম দোয়ার পর হজ্বের সফর সম্পর্কে আরয করলাম। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম তখন (সায়্যিদুনা ইমাম) হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আমাদের প্রত্যেকের জন্য চারশত দিরহাম করে পাঠালেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

আমরা দিরহাম আনয়নকারীকে বললাম: আমরা তো সম্পদশালী, আমাদের এর কোন প্রয়োজন নেই। সে বললো: আপনারা হযরত (ইমাম) হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কল্যাণকে ফিরিয়ে দেবেন না। অতঃপর আমরা (হযরত সায়্যিদুনা ইমাম) হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আমাদের সম্পদশালীতার ব্যাপারে আরয করলাম। তিনি বললেন: আমার উত্তম কাজকে ফিরিয়ে দিবেন না, যদি আমার বর্তমান অবস্থা এমন না হতো তবে তা (দিরহাম গ্রহণ না করা) আপনাদের জন্য সহজ হতো, আমি তো আপনাদেরকে সফরের খরচাদি পেশ করছি, **আল্লাহ্ তায়ালা** আরাফাতের দিন আপন বান্দার ব্যাপারে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং ইরশাদ করেন: "আমার বান্দা ক্লান্ত ও চিন্তিত অবস্থায় আমার দরবারে রহমতের প্রার্থী হয়ে উপস্থিত, আমি তোমাদের সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারীকে ক্ষমা করে দিলাম, তাদের সাথে মন্দ আচরণকারীদের হকে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারীর শাফায়াত কবুল করেছি।" **আল্লাহ্ তায়ালা** জুমার দিনও এরূপ ইরশাদ করে থাকেন। (ইবনে আসাকির, ১৩তম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

(১৮) অতিথিপরায়ণ বৃদ্ধা

হাসানাঈন করীমাঈন (অর্থাৎ ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন) এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین তিনজনই হজ্বের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, খাবার পানিয় এবং জিনিসপত্রের উট অনেক পিছনে রয়ে গিয়েছিলো। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে তাঁরা পথে এক বৃদ্ধার তাবুতে গেলেন এবং তাকে বললেন: আমাদের পিপাসা লেগেছে। তিনি একটি ছাগলের দুধ বের করে এই তিনজনকে পেশ করলেন। দুধ পান করে তাঁরা বললেন: খাওয়ার জন্য কিছু আনুন! বৃদ্ধা বললেন: খাওয়ার জন্য তো কিছু নাই, আপনারা এই ছাগলটি জবাই করে খেয়ে নিন। তাঁরা এমনি করলেন, খাওয়া দাওয়ার পর তাঁরা বললেন: আমরা হলাম কুরাইশ বংশের লোক, যখন সফর থেকে ফিরে আসবো আপনি আমাদের নিকট আসবেন, আমরা এই অনুগ্রহের প্রতিদান দিবো। একথা বলে তাঁরা সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। যখন সেই বৃদ্ধার স্বামী আসলো তখন এতই অসন্তুষ্ট হলো যে, তুমি ছাগলটি এমন লোকের জন্য জবাই করে দিয়েছো, যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না আর তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বও নেই। এই ঘটনার পর কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। সেই বৃদ্ধা ও তার স্বামীর মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا যাওয়ার প্রয়োজন হলো, তারা সেখানে পৌঁছলো এবং উটের মল খুঁজে খুঁজে বিক্রি করতে লাগলো (যেন তাদের পেট ভরতে পারে)।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

একদা এই বৃদ্ধা কোথাও যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মহান বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তখন ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৃদ্ধার প্রতি যখনই দৃষ্টি পড়লো, তখনই তাকে চিনে ফেললেন এবং তাকে বললেন: হে মহিলা! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? সে বললো: না। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি হলাম সেই, যে অমুক দিন আপনার মেহমান হয়েছিলো। সে বললো: আচ্ছা! আপনি তাহলে সেই? এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সেই বৃদ্ধাকে এক হাজার ছাগল এবং এক হাজার দীনার দান করলেন আর তাঁর গোলামের সাথে তাকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বৃদ্ধার কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: হে মহিলা! আমার ভাইজান আপনাকে কি দিয়েছে? সে বললো: এক হাজার ছাগল এবং এক হাজার দীনার দান করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُও তাকে এরূপ উপহার প্রদান করলেন এবং তাঁর গোলামের সাথে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আপনাকে কতটুকু সম্পদ দিয়েছেন? তিনি বললেন: তাঁরা উভয়ে দু'হাজার ছাগল এবং দু'হাজার দীনার প্রদান করেছেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাফর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُও তাকে দুই হাজার দিনার এবং দুই হাজার ছাগল দান করলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

এভাবে সেই বৃদ্ধা চার হাজার দিনার এবং চার হাজার ছাগল নিয়ে তার স্বামীর নিকট ফিরে গেলো। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩য় খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) সবকিছু দান করে দিলেন

রাকিবে দোশে **মুস্তফা (হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাঁধ মোবারকে আরোহণকারী), সায়্যিদুল আসখিয়া হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ দুইবার নিজের ঘরের সবকিছু এবং তিনবার (ঘরের) অর্ধেক জিনিসপত্র **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় দান করে দেন। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৩৪)**

এ্যয় সাখি ইবনে সাখি আপনি সাখা, চে দো হিচ্চা সায়্যিদে আলী হাশাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২০) কুরআন তিলাওয়াতের প্রবল আগ্রহ

রাসূলের প্রিয় নাতি, হযরত আলীর বাগানের জান্নাতি ফুল, মা ফাতেমার কলিজার টুকরো সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ প্রতিরাতে সূরা কাহাফ এর তিলাওয়াত করতেন। এই মোবারক সূরাটি একটি ফলকে লিখা ছিলো, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের যেই স্ত্রীর কাছে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এই মোবারক ফলকও তাঁর সাথে থাকতো। **(শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪৪৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

(২১) ইমাম হাসানের কর্মপদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একবার মদীনা শরীফ زَادَھَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّتَعْظِیْمًا এর এক কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তির কাছ থেকে সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন সে আরয করলো: হে আমীরুল মু'মিনীন! তিনি ফযরের নামায আদায় করার পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদের নববী শরীফেই عَلٰی صَاحِبِھَا الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام অবস্থান করেন। অতঃপর সাক্ষাতের জন্য আগতদের সাথে সাক্ষাত ও কথাবার্তা বলেন, এমনকি সকাল হয়ে যায়, এবার দু'রাকাত নামায আদায় করেন, এরপর উম্মাহাতুল মু'মিনীনের দরবারে উপস্থিত হন, সালাম করেন, অনেক সময় উম্মহাতুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُنَّ তাঁকে কোন না কোন উপহার পেশ করেন। এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের ঘরে তাশরীফ নিয়ে যান। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সন্ধ্যার সময়ও এরূপ করেন। অতঃপর এই কুরাইশ বংশীয় লোকটি বললো: আমাদের মধ্যে তাঁর সমমর্যাদার অধিকারী আর কেউ নেই। **(ইবনে আসকির, ১৩তম খন্ড, ২৪১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(২২) মদীনা থেকে মক্কা ২০বার পায়ে হেঁটে সফর

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: আমার লজ্জা হয় যে, আপন প্রতিপালকের সাথে এভাবে মিলিত হবো যে, **তাঁর** ঘরের দিকে কখনো হেঁটে যাত্রা করলাম না। সুতরাং তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ২০বার মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا থেকে পায়ে হেঁটে মক্কা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়েছেন।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, নম্বর-১৪৩১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) গোলাম মুক্ত করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ একবার কতিপয় মেহমানের সাথে খাবার খাচ্ছিলেন, গোলাম গরম গরম ঝোলের পাত্র দস্তরখানায় এনে রাখছিলো, এমন সময় তার হাত থেকে পাত্র পড়ে গেলো, যার কারণে ঝোলের দাগ তাঁর গায়েও এসে পড়লো। তা দেখে গোলাম ঘাবড়ে গেলো এবং লজ্জায় অবনত হয়ে সূরা আলে ইমরানের ১৩৪ নং আয়াতের এই অংশটি তিলাওয়াত করলো: وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ অর্থাৎ "এবং ক্রোধ-সংবরণকারী, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারী।" ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: আমি ক্ষমা করলাম। গোলাম অতঃপর --

www.dawateislami.net

এই আয়াতের শেষ অংশটি পাঠ করলো: وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ অর্থাৎ "এবং সৎব্যক্তিবর্গ **আল্লাহ্ তায়ালার** প্রিয়।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: আমি তোমাকে **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম। (রুহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) যদি এক কানে গালি এবং অপর...

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: لَوْاَنَّ رَجُلًا شَتَمَنِیْ فِیْ اُذُنٍ هٰذِهٖ وَاعْتَذَرَ اِلَیَّ فِیْ اُذُنِ الْاُخْرٰی لَقَبِلْتُ عُذْرَهٗ অর্থাৎ "যদি কেউ আমার এক কানে গালি দেয় এবং অপর কানে ক্ষমা চেয়ে নেয় তবে আমি অবশ্যই তার ক্ষমা চাওয়া কবুল করবো।"

(বাহজাতুল মাজালিশ, ২য় খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৫) নামাযের সময় রং পরিবর্তন হয়ে যেতো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ যখনই ওযু করে নিতেন তখন তাঁর (চেহারার) রং পরিবর্তন হয়ে যেতো। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন: "যে ব্যক্তি **আরশের মালিকের** (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার**) দরবারে উপস্থিতির ইচ্ছা করে,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" **(তাবারানী)**

তবে হক হলো, তার (চেহারার) রং পরিবর্তন হয়ে যাওয়া।"

(ওয়াফিয়াতুল আয়ান, ২য় খন্ড, ৫৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৬) কুকুরের প্রতি দয়া প্রদর্শনকারী অসাধারণ গোলাম

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মদীনা শরীফ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর একটি বাগানে এমনই এক কালো গোলামকে দেখলেন, যে এক গ্রাস নিজে খাচ্ছে আর এক গ্রাস কুকুরকে খাওয়াচ্ছে। ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং বললেন: তোমাকে এরূপ করতে কে উদ্বুদ্ধ করলো? সে আরয করলো: আমার এই বিষয়ে লজ্জা হচ্ছে, নিজে তো খেয়ে নিবো কিন্তু তাকে খাওয়াবো না। তাঁর (অর্থাৎ হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ) এই কথাটি খুবই পছন্দ হলো, তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তাকে বললেন: আমি ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করো। একথা বলে তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তার মালিকের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তার কাছ থেকে সেই গোলাম ও বাগান কিনে নিলেন এবং গোলামকে মুক্ত করে বাগানটি তাকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলেন। গোলামও বুদ্ধিমান ছিলো আর **আল্লাহ্ তায়ালার** রাস্তায় ব্যয় করার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলো, সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ আরয করলো:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

يَا مَوْلَایَ! قَدْ وَهَبْتُ الْحَائِطَ لِلَّذِی وَهَبْتَنِی لَهُ অর্থাৎ হে আমার মুনিব! আমি এই বাগানটি **তাঁরই** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করলাম, যার সন্তুষ্টির জন্য আপনি আমাকে তা উপহার দিয়েছেন।

(তারীখে বাগদাদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা, নম্বর: ৩০৫৯)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(২৭) ইমাম হাসান মুজতাবার স্বপ্ন

হযরত সায়্যিদুনা ইমরান বিন আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর চোখের মাঝখানে "قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ" লিখা রয়েছে। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এই সুসংবাদটি নিজের আহলে বাইতদের জানালেন। তাঁরা যখন এই ঘটনা তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সামনে বর্ণনা করলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: যদি আসলেই তিনি এই স্বপ্ন দেখে থাকেন তবে তাঁর বয়সের আর কয়েকটি দিনই বাকী আছে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ওফাত হয়ে যায়। **(আত তাবকাতুল কাবীর লিইবনে সাআদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, নম্বর-৭৩৭৯)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

(২৮) এমন সৃষ্টি আগে কখনোই দেখিনি

ওফাত নিকটবর্তী হতেই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দেখলেন যে, সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছিলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর সান্তনার জন্য আরয করলেন: ভাইজান! আপনি চিন্তিত কেন? **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং হযরত আলী کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর খেদমতে আপনার অতি শীঘ্রই উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হবে এবং তাঁরা উভয়ে আপনার নানাজান এবং আব্বাজান, আর হযরত খদীজাতুল কুবরা, হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর দরবারে উপস্থিতি নসীব হবে আর তাঁরা উভয়ে আপনার নানিজান এবং আম্মাজান। হযরত কাসিম ও তাহির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর দীদার নসীব হবে এবং তাঁরা আপনার মামা এবং হযরত হামযা ও জাফর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا এর সাথে সাক্ষাত হবে আর তারা হলো আপনার চাচা। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: হে ভাইজান! আজ আমি এমন এক বিষয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যাতে আমি আগে কখনো প্রবেশ করিনি এবং আজ আমি **আল্লাহ্ তায়ালার** সৃষ্টির মধ্য হতে এমন এক সৃষ্টিকে দেখছি, যাকে আগে আমি কখনো দেখিনি। (তারীখুল খুলাফা, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

শাহাদতের কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বিষ দেয়া হয়েছিলো। সেই বিষই তাঁর উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, নাড়িগুলো টুকরো টুকরো হয়ে বের হতে লাগলো, ৪০ দিন পর্যন্ত তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ খুবই কষ্টে ছিলেন।

ওফাত

ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে হুমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু মুহাম্মদ হাসান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ৫ই রবিউল আউয়াল ৫০ হিজরীতে মদীনা শরীফে زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন (অর্থাৎ ওফাত লাভ করেন), اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। **(সিফাতুস সফওয়া, ১ম খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)** এটাও বলা হয় যে, ৪৯ হিজরীতে ওফাত গ্রহণ করেন। শাহাদাতের সময় হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বয়স ছিলো ৪৭ বছর। **(তাকরীবুল হাযিব লিইবনে হাজর আসকালানী, ২৪০ পৃষ্ঠা)**

(২৯) জানাযার নামায

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জানাযার নামায হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ বিন আ'স رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পড়িয়েছেন, যিনি সেই সময় মদীনা শরীফের زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا গভর্নর ছিলেন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁকে জানাযা পড়ানোর জন্য অনুমতি প্রদান করেন। **(আল ইস্তিয়াব, ১ম খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩০) জানাযায় মানুষের ভিড়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জানাযায় মানুষের এমন ভিড় ছিলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ছা'লাবা বিন আবু মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জানাযায় অংশগ্রহণ করলাম, তাঁকে জান্নাতুল বাক্বীতে তাঁর সম্মানীতা আম্মাজানের পাশেই দাফন করা হয়, আমি জান্নাতুল বাক্বীতে মানুষের এমন ভিড় দেখলাম যে, যদি একটি সুঁইও ফেলা হতো তবে ভিড়ের কারণে তা মাটিতে পড়তো না বরং কোন না কোন মানুষের মাথায় পড়তো। **(আল আসাবা, ২য় খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম হাসান رضی اللہ عنہ এর সন্তান-সন্ততি

তাঁর অনেক সন্তান-সন্ততি ছিলো, ইমাম ইবনে জাওযী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ তাঁর শাহাজাদাদের সংখ্যা ১৫জন এবং শাহাজাদিদের সংখ্যা ৮জন লিখেছেন। **(আল মুনতাযাম, ৫ম খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আর ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর ১২জন শাহাজাদার নাম লিখেছেন: হাসান, যায়িদ, তালহা, কাসিম, আবু বকর এবং আব্দুল্লাহ্ এই ছয়জন তাঁদের চাচাজান সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে কারবালার ময়দানে শাহাদতের অমীয় সূধা পান করেন। বাকী ছয়জন হলো: আমর, আব্দুর রহমান, হোসাইন, মুহাম্মদ, ইয়াকুব এবং ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বংশ (অর্থাৎ হাসানী সৈয়্যদদের) ধারাবাহিকতা হযরত সায়্যিদুনা হাসান মুসনা এবং হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

(সীয়রে আ'লামুন নিবালা, ৪র্থ খন্ড, ৪০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এই রিসালা পাঠ করে সাওয়াবের নিয়্যতে অন্য কাউকে দিয়ে দিন।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

রমযানুল মোবারক ১৪৩৮ হিজরী
জুন ২০১৭ ইংরেজি

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

ইয়া হাসান ইবনে আলী! করদো করম

রকিবে দোশে শাহানশাহে উমাম, ইয়া হাসান ইবনে আলী! করদো করম।
ফাতিমা কে লাল হায়দার কে পেচর! আপনি উলফত দো মুঝে দো আপনা গম।
আপনে নানা কি মুহাব্বত দিজিয়ে, অউর আতা হো কলবে মুযতার চশমে নম।
খু'মিটে বে কার বাতোঁ কি রাহে, লব পে যিকরুল্লাহ্ মেরে দম বদম।
এ্যয় সাখি ইবনে সাখি আপনি সাখা, চে দো হিচ্চা সায়্যিদে আলী হাশাম।
আ'ল ও আসহাবে নবী চে পেয়ার হে, সারি চরকারোঁ কে দর পর চর হে খম।
পেশওয়ায়ে নওজোয়ানানে বেহেশত, হে মুহাম্মদ ﷺ কে নাওয়াছে লা জারাম।
ইয়া হাসান! ঈমাঁ পে তুম রেহনা গাওয়াহ, আব্দে হক হোঁ খাদিমে শাহে উমাম।
আহ! পাল্লে মে কোয়ী নেকী নেহী, আরসায়ে মাহশার মে রাখ লেনা ভরম।
মেরা দিল করতা হে মে ভি হজ্ব করোঁ, হো আতা যাদে সফর চশমে করম!
তয়বা দেখে এক যামানা হো গেয়া, ইয়া হাসান! দেখা দো নানা কা হেরম।
জযবা দো "নেকী কি দাওয়াত" কা মুঝে, রাহে হক মে মেরে জম জায়ে কদম।
মে সদা দ্বীনি কুতুব লিখতা রাহোঁ, ইয়া হাসান! দে দিজিয়ে এ্যয়সা কলম।
দ্বীন কি খেদমত কা জোশ ও ওয়ালওয়ালা, হো ইনায়াত ইয়া ইমামে মুহতারাম!

এ্যয় শহীদে কারবালা কে ভাইজান!
দুর হোঁ আত্তার কে রন্জ ও আলাম।

শব্দার্থঃ রাকিব- আরোহী। **দোশ**- কাঁধ। **লাল**- সন্তান। **পেচর**- সন্তান। **মুদতার**- অশান্ত। **চশমে নম**- অশ্রুসজল চোখ। **খু**- অভ্যাস। **লব**- জিহ্বা। **দমবদম**- সর্বদা। **চাখা**- দানশীলতা। **আলী হাশাম**- অধিক বুযুর্গী সমৃদ্ধ। **খম**- নত হওয়া। **আরসায়ে মাহশার**- কিয়ামতের ময়দান। **ভরম**- সম্মান। **সদা**- সর্বদা। **ওয়ালওয়ালা**- অনেক বেশি আগ্রহ। **আলাম**- দুঃখ।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কোরআনে করীম		বাহজাতুল মাজালিস	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া
রূহুল বয়ান	দারূল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী	আল মুনতাযাম	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া
বুখারী	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া	সফতুস সুফুত	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া
তিরমিযী	দারূল ফিকির	ইবনে আসাকির	দারূল ফিকির
ইবনে মাজাহ	দারূল মারেফা	ওয়াফিয়াতুল আয়ান	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া
আল আদাবুল মুফরাদ	মিশর	আসাদুল গাবা	দারূল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী
মুসনদে বাজ্জার	মাকতাবাতুল ইলুম ও হিকম	সাবলুল হুদা	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া
মুসতাদরিক	দারূল মারেফা	সীয়রে আলামুন নিবালা	দারূল ফিকির, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া	আল আসাবাতা	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া	তাকরীবুত তাহযীব	দারূল আসামাতার রিয়ায
তাবকাতুল কুবরা	মাকতাবাতুল হানজি কাহিরা	তারিখুল খুলাফা	বাবুল মদীনা করাচী
তারিখে মদীনাতুল মুনাওয়ারা	দারূল ফিকির	আল কওলুল বদী	মওসাসাতুর রাইয়ান
তারিখে বাগদাদ	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া	শাওয়াহিদুন নবুয়ত	মাকতাবাতুল হাকিকি ইস্তানবুল
আল ইস্তিয়াব	দারূল কুতুবিল ইলমিয়া	আয যারিয়াতুত তাহিরা	কুয়েত
ইহইয়াউল উলুম	দারে সাদির	বারাকাতে আলে রাসূল	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশনস
ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা
সাওয়ানেহে কারবালা	মাকতাবাতুল মদীনা		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

সালাতুত তাসবীহ

এই নামাযের মহান সাওয়াব রয়েছে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন চাচাজান হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: "হে আমার চাচা! যদি সম্ভব হয়, তবে 'সালাতুত তাসবীহ' এর নামায প্রতিদিন একবার আদায় করবেন, আর যদি প্রতিদিন সম্ভব না হয় তবে প্রতি শুক্রবারে একবার আদায় করবেন, তাও সম্ভব না হলে প্রতি মাসে একবার আদায় করুন, তাও সম্ভব না হলে প্রতি বছর একবার আদায় করবেন, আর যদি এটাও সম্ভব না হয় তবে জীবনে অন্তত একবার আদায় করবেন।"

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪,৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২৯৭)

সালাতুত্ তাসবীহর নামায আদায় করার নিয়ম

এই নামায আদায়ের পদ্ধতি হলো; তাকবীরে তাহরীমার পর সানা পড়বে, এরপর **১৫**বার এই তাসবীহ পড়বে: سُبْحٰنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَر এরপর بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে এর সাথে একটি সূরা পাঠ করে রুকু করার পূর্বে এই তাসবীহ **১০**বার পাঠ করবে।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" **(আব্দুর রাজ্জাক)**

এরপর রুকু করবে। রুকুতে سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ তিনবার পাঠ করে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর রুকু থেকে উঠে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه ও اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ পড়ার পর দাঁড়িয়ে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর সিজদা করবে এবং তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی পাঠ করে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর প্রথম সিজদা থেকে উঠে, দ্বিতীয় সিজদার পূর্বে অর্থাৎ উভয় সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসে বসে সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی তিনবার পাঠ করে, অতঃপর সেই তাসবীহ ১০বার পাঠ করবে। এই নিয়মে চার রাকাত নামায আদায় করবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, তাসবীহটি দন্ডায়মান অবস্থায় শুধুমাত্র সূরা ফাতিহার পূর্বে ১৫বার আর সকল স্থানে ১০বার করে পাঠ করবে। এভাবে প্রতি রাকাতে ৭৫বার সেই তাসবীহ পড়া হবে, আর চার রাকাতে মোট তাসবীহ ৩০০বার হবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ৩৩ পৃষ্ঠা)**

তাসবীহ আঙ্গুলে গণনা না করে সম্ভব হলে মনে মনে গুনবে অন্যথায় আঙ্গুলে চাপ দিয়ে। **(প্রাগুক্ত, ৩২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন রিসালা বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❁ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। **আমার মাদানী উদ্দেশ্য:** "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল
বাংলা